কুষ্টিয়ায় অ্যাসাইনমেন্টের জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট টাকা আদায়

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে কুষ্টিয়ার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলো। তবে, অধিকাংশ বিদ্যালয় অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নপত্রের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাথাপিছু নিচ্ছে ১০ টাকা।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার খলিসাকুণ্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শান্ত, মিরপুর উপজেলার আশাননগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাকিল হোসেন, আবুরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশিক আলী, আমলা সদরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইমুর রহমান ও সদরপুর সিদ্দিকীয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ঋতু খাতুন বলে, ‘স্কুল থেকে দেওয়া প্রশ্নপত্রের জন্য ১০ টাকা করে নিচ্ছেন স্যাররা। আর স্কুল থেকে না কিনলে বাজারের ফটোকপির দোকান থেকেও নগদ টাকায় সংগ্রহ করা যাচ্ছে’।

আশরাফুল ইসলাম নামের একজন অভিভাবক বলেন, ‘স্কুল থেকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা লিখে জমা দিচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ স্কুলে গিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট আনতে পারেনি। সে ফটোকপির দোকান থেকে দশ টাকা দিয়ে সংগ্রহ করছে। এতে খুব ভালো হয়েছে। যার যার সুবিধামতো নিতে পারছে।’

এ বিষয়ে খলিসাকুণ্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মহিবুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র ও কভার পেজ দিচ্ছি। তারা সেগুলো ফটোকপি করে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের সুবিধার জন্য বলেছি, তারা চাইলে বিদ্যালয়ের অফিস থেকে কিংবা ফটোকপির দোকান থেকে প্রশ্নপত্র নিতে পারবে।’

মিরপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জুলফিকার হায়দার বলেন, ‘সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অ্যাসাইনমেন্টের কোনো টাকা নেওয়া যাবে না, নিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে’।

জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ জায়েদুর রহমান বলেন, ‘ইতোমধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসায় অ্যাসাইনমেন্টের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জেলার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনের কোনো অভিযোগ পাইনি’। কোনো প্রতিষ্ঠান অ্যাসাইনমেন্টের জন্য টাকা নিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

বরিশালে হত্যা করে লাশ ফেলে যায় কুষ্টিয়ায়

রাধা রানী (৪৩) নামের এক নারীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। পুলিশি তদন্ত বলছে, হত্যাটি করা হয় বরিশালে। আর তার হত্যার দায় থেকে নিজেদের বাঁচাতে খুনিরা এ কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেল না কেউই।

পুলিশ প্রথম ৬ ঘণ্টার মধ্যে নারীর নাম ঠিকানা সংগ্রহ, হত্যায় ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দসহ সকলকে গ্রেফতার করেছে। পরে ঘটনায় জড়িতদেরও শনাক্ত করে পুলিশ । নিহত রাধা রানী নীলফামারী সদর উপজেলার সন্তোষ চন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে হত্যার পুরো বিষয় জানিয়ে ব্রিফিং করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোস্তাফিজুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম আতিক, কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান।

গত ৫ নভেম্বর কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকা থেকে এক অজ্ঞাত নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে তার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ভোটার তালিকার সহায়তায় পরিচয় বের করা হয়। ‘রাধা রানী রায় ঢাকায় কাজ করতেন।

স্বামীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় বাবা সুনিল চন্দ্র রায়ের বাড়িতে থাকতেন, সেখানে আসা যাওয়া করতেন। এরই মাঝে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের বহরকাঠি গ্রামের আব্দুর রশিদের সাথে তার ঢাকায় পরিচয় হয়। ৭ মাস আগে তারা বিয়ে করেন। তবে রাধা রানীর পরিবারের কেউ বিষয়টি জানতো না।

আব্দুর রশিদের আরও একজন স্ত্রী রয়েছে। তার দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি প্রথম স্ত্রী জেনে গেলে মুসকিলে পড়েন আব্দুর রশিদ। এই টানাপোড়োনে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী রাধা রানীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এরই মধ্যে চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে রাধা রানী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন আব্দুর রশিদ।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্দুর রশিদ রাধা রানীকে নীলফামারী নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বরিশাল মেডিকেল কলেজ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেন। ৪ নভেম্বর রাধা রানীকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আব্দুর রশিদ কয়েকজন সহযোগীসহ নীলফামারী রওনা হন। পথে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করে কুমারখালী উপজেলার করাতকান্দি এলাকায় মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়।

তিনি আরও জানান, নিহতের পরিচয় জানার পর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সিসি টিভির ফুটেজের মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স চালক হানিফ মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়। কুষ্টিয়া আদালতে হানিফ মোল্লা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সব স্বীকার করেছে। পরে ঘাতক আব্দুর রশিদ ও তার সহযোগী আলামিন খলিফাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় জেল ও জরিমানা

কুষ্টিয়ায় মাস্ক না পরায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ফল ব্যবসায়ীকে কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। একই সাথে আরও ১১ জনকে জরিমানা করা হয়।

শনিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিজু তামান্না।

এ সময় তিনি বলেন, মাস্ক পরে বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শনিবার শহরতলীর মঙ্গলবাড়ীয়া বাজারের এক ফল ব্যবসায়ীর মাস্ক ব্যবহার না করায় মোঃ নিয়ামত ওরফে নিমাই (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণ-নির্মূল আইন ২০১৮ ধারা মোতাবেক দুইদিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এছাড়া একই আইনে আরও ১১জনকে বিভিন্ন অংকে মোট ৩ হাজার ৬শ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় দিনই জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করছেন। করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ প্রতিহত করতে এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় হযরত আলী (র:) কে অবমাননা: যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে হযরত আলী (রঃ) কে নিয়ে ফেসবুকে অশালীন পোস্ট দেয়ায় জীবন ওয়াহিদ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে দৌলতপুর থানা পুলিশ।

শনিবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের শেরপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

সে শেরপুর গ্রামের মৃত তরিকুল ইসলামের ছেলে।

জানা যায়, শনিবার (১৪ নভেম্বর) বেলা ১২ টার দিকে শেরপুর জোড়া মসজিদ এলাকায় জীবন ওয়াহিদ ওরফে জীবন হযরত আলী (র:) সম্পর্কে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ পোস্ট দিয়ে স্থানীয় মুসল্লিদের তা দেখান।

এতে স্থানীয় মুসল্লিগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং জীবন ওয়াহিদকে ধরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ তাকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল আলম জানান, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা ও এ নিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি চেষ্টার দায়ে জীবন ওয়াহিদের নামে মামলা হয়েছে।

ঢেঁড়স চাষে স্বচ্ছলতা এসেছে সোহেলের

ঢেঁড়স চাষ করে বেকারত্ব ঘুঁচিয়েছেন শিক্ষিত যুবক সোহেল রানা। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে তিনি এখন মুক্ত।

সোহেল রানা কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের গৌড়দহ এলাকার মীর আবুল কাশেমের ছেলে।

স্বল্প সময় ও অল্প খরচে বেশি লাভ হওয়ায় আরও অনেকেই ঢেঁড়স চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, সে নিজেই মাঠে ঢেঁড়স উত্তোলন করছে। আলাপকালে সোহেল জানান, ২০১৪ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর গাজীপুরে হেলথ কেয়ারে চাকরি করতেন। পরে তার বাবা অসুস্থ হওয়ায় ২০১৭ সালে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। এরপর আর ভালো কোন চাকরি না পাওয়ায় বাড়ীর পাশে অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ফলজ বাগান ও সবজি চাষ। তিনি এক বিঘা পেয়ারা বাগানের পাশাপাশি আরও এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ঢেঁড়সের চাষ। স্বল্প সময়ে এই ঢেড়শ চাষ করে বেশ লাভবানও হয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, এখানকার মাটি বেশ উর্বর থাকায় তার উৎপাদন খরচও অনেক কম হয়েছে। তার এক বিঘা জমিতে ঢেঁড়স চাষ করতে ৭-৮ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৫০ হাজার টাকার বিক্রি করেছেন। একদিন পরপর মাঠ থেকে ঢেঁড়স উত্তোলন করতে হয়। এতে তেমন কোন শ্রমিক (লেবার)

দরকার হয় না। মাঠ থেকেই পাইকারী ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, ‘আমি উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে বারি উদ্ভাবিত ‘বারি ঢেঁড়স-১’ জাতের ঢেঁড়সের চাষ করেছি। বাজারে ঢেঁড়সের দাম ভালো থাকায় বেশ লাভবানও হয়েছি। আর এ বছর ঢেঁড়সের পোকা-মাকড়ের তেমন আক্রমণও কম থাকার ফলে খরচও কম হয়েছে।’

বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান বলেন, শিক্ষিত সোহেল রানা আমাদের আইডল। তার মতো শিক্ষিতদের এই কৃষি সেক্টরে আরো এগিয়ে আসা উচিৎ।

এ ব্যপারে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে ঢেঁড়সে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম হয়েছে। আর ঢেঁড়সের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ‘বারি ঢেঁড়স-১’ এর ফলন ভালো। এটা চাষ করা লাভজনক।’ তবে তার মতো শিক্ষিত অনেক যুবকরাই এগিয়ে আসছে। আমরা কৃষি অফিস তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগীতা করবো।

কুষ্টিয়ায় বিবাহবার্ষিকীর সাজে বাল্যবিয়ে, মহিলা বিষয়ক কর্মকতার থাবা

বাল্যবিয়ের আয়োজন করে বিবাহবার্ষিকী বলে প্রচারণা চালিয়েও পার পায়নি কণের বাবা। শুক্রবার এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা ছিলো।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের গোপালপুর এলাকার মিজানুর রহমান তার ১৩ বছর বয়সী মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেন।

কিন্তু বাঁধ সাধে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ও কিশোর কিশোরী ক্লাব এবং তারুণ্য ৭১ নামের সংগঠন। তাৎক্ষণিক মহিলা বিষয়ক অফিসার মর্জিনা খাতুনের হস্তক্ষেপে তা আর হয়নি। মুচলেকা দিয়ে রক্ষা পেয়েছেন মেয়ের বাবা।

পরে মুচলেকা দিয়ে ওই বিয়ে বন্ধ করতে হয় তাঁকে।

সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মর্জিনা খাতুন বলেন, ওই ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে তাঁর স্কুলপড়ুয়া মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি গিয়ে সেই বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা পাননি বলেও দাবী করেন।

মর্জিনা খাতুন বলেন, ধুমধাম করে বাল্য বিয়ের আয়োজন করতেও কৌশল অবলম্বন করেন তারা। বিশাল প্যান্ডেল, স্টেজ করাসহ বিশালাকৃতির তোরণ (গেট) বানানো হয়। তবে ছলচাতুরী করে গেটের উপর বিবাহ বার্ষিকীর ব্যানার সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লেখা ছিলো ফারুক হোসেন ও নেহা ফেরদৌসী বৃষ্টির বিবাহ বার্ষিকী। প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানকে বিবাহ বার্ষিকী বলে প্রচারণা চালিয়েও পার পায়নি।

তবে এতোকিছুর পরেও ‘আইনগত জটিলতার কারণে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কথা মুচলেকায় উল্লেখ করেছেন মেয়ের বাবা।’

মুচলেকায় কণের বাবা মিজানুর রহমান লেখেন, এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার মেয়ের বয়স ১৮বছর পুর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার মেয়েক বিয়ে দিলে আইনগত যা শাস্তি হবে তাই মেনে নেবো।

মিজানুর রহমান জানান, ভুলবশত আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছি কিন্তু উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার এই বাল্য বিয়ে বন্ধ করতে আমার বাড়িতে এসেছে তাই আমি আমার মেয়েকে আর বিয়ে দেবো না।

কুষ্টিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত

কুষ্টিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে ও সন্ধ্যায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকালে শহরের মজমপুর গেট এলাকায় এমআরএস তেল পাম্পের সামনে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে মটরসাইকেল থেকে

পড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মটরসাইকেল আরোহী আক্কাস আলী (৬০) মারা যান।

পুলিশ জানান, শুক্রবার গাংনী থেকে কুষ্টিয়ায় দাওয়াত খেতে আসার পথে শহরের মজমপুর গেট এলাকার বিআরটিসি বাস কাউন্টারের সামনে একটি দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান আক্কাস আলী।

নিহত আক্কাস মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সহড়া বাড়িয়া এলাকার মৃত আতর আলী বিশ্বাসের ছেলে।

অপরদিকে সন্ধ্যায় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ১২ মাইল এলাকায় পেছন থেকে ট্রাকের ধাক্কায় রাজ্জাক (৫০) নামের আরো এক মোটরসাইকেল আরোহী মারা যান। গুরুতর আহত রাজ্জাককে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত রাজ্জাকের বাড়ি ভেড়ামারা থানার পশ্চিম বাহিরচর এলাকার মৃত রহমান আলীর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি আবুল কালাম জানান, নিহত দুই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় দুই আসামির যাবজ্জীবন

ছবি:২

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানকে গলা কেটে হত্যার মামলায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার

রহমান এ রায় ঘোষণা করেন।
এ সময় উত্তর চাঁদপুর গ্রামের কফিল উদ্দিন শেখের ছেলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আছান আলী শেখ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। অপর দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মো. সেলিম পলাতক রয়েছেন। সে লাহিনী গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, টাকা নিয়ে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ২০১৩ সালের ২২ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটায় নিজ বাড়ি থেকে আতিয়ারকে কৌশলে ডেকে নিয়ে যায় আসামিরা।
পরদিন সকালে স্থানীয় ধর্মপাড়া মাঠে ধানক্ষেতের আইল থেকে আতিয়ারের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের ভাই হাবিবুর রহমান ২৪ অক্টোবর কুমারখালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
তদন্ত শেষে ২০১৪ সালের ২১ নভেম্বর তিন আসামির বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দাখিল করেন। আদালতে দীর্ঘ শুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পেনাল কোডের ১৪৩/৩২৩/৩০২/৩৪ ধারায় দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এ মামলার তিন নম্বর আসামি রেজাউলকে বেকসুর খালাস দেন আদালত।

মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নসিমন চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রাক ও শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমনের সংঘর্ষে মনোয়ার(৪০) নামে এক নসিমন চালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মহিলাসহ কমপক্ষে ৯ জন আহত হয়েছে।

আহতদের উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মেহেরপুর সড়কের মিরপুরের ভাঙ্গা বটতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মনোয়ার হোসেন মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের পশ্চিম চুনিয়াপাড়া এলাকার উসমান প্রামানিকের ছেলে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, সন্ধ্যার দিকে যাত্রী নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে আমলার দিকে যাচ্ছিলো একটি শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন। এসময় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে ঘটনাস্থলেই নসিমনের চালক মারা যান। লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ায় ৪ কেজি গাঁজাসহ ইসরাফিল হোসেন(৫৫) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সোমবার সকালে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এসআই আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে এএসআই জোবায়ের হোসেন, এএসআই রুহুল আমিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দৌলতপুরে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এসময় দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি গ্রামের মাঠপাড়া এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী ইসরাফিল হোসেনের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

যার আনুমানিক মূল্য ১লাখ ২০হাজার টাকা।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী ইসরাফিল হোসেন দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার কিয়ামত সর্দারের ছেলে।